দামুড়হুদায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

৭ জানুয়ারী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু’র ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী প্রচারণার হাউলী ইউনিয়ন অফিসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা নামক স্থানে ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু।

এসময় এমপি প্রার্থী লন্টু বলেন, আমাদের সামনে খুব ভালো দিন আসবে, জননেত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে সংসদ নির্বাচন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবার জনগণ নির্বাচিত করবে ভালো মানুষকে। আমরা কোন ঘুষ দুর্নীতি অবৈধ সম্পদ দখল এসবের পায়তারাই কোনদিন ছিলাম না এখনো নেই অদূর ভবিষ্যতেও থাকবো না। আমরা সব সময় ন্যায়ের পক্ষে, আমরা সব সময় এলাকার উন্নয়নের পক্ষে। আমার বড় ভাই সাবেক সংসদ সদস্য মির্জা সুলতান রাজা একজন নির্লোভী মানুষ ছিলেন। আমি সেই পরিবারের সন্তান, আমি তার আপন ছোট ভাই। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখলে অবশ্যই আমি আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় কামিয়াবি হবো ইনশাল্লাহ। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি এলাকার উন্নয়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। জননেত্রী শেখ হাসিনা চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। তাই আপনারা ৭ জানুয়ারী সকালে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আপনারা আমার ঢেঁকি মার্কায় ভোট দেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, যুবলীগ নেতা ও সাবেক সেনা সদস্য হাফিজুর রহমান হাফিজ, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা আলাউদ্দিন, মালেক ভূঁইয়া, খালেক ভূঁইয়া, আবুল হাসেম, সুমন আলী, মাসুম সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্র

লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেছেন কমান্ডার এম শহীদুর রহমান। তিনি গতকাল সোমবার আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার স্নিদ্ধা দাসের নিকট থেকে মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মশিউর রহমান।

কমান্ডার এম শহীদুর রহমান আলমডাঙ্গার আনন্দধাম নিবাসী মরহুম আব্দুল হামিদ মিয়ার ছেলে। তিনি ব্যক্তি জীবনে নৌবাহিনীর পিএসসি অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডার (নেভী)।

তিনি (চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা- ১) আসন থেকে সংসদ নির্বাচন করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গণসংযোগ পথসভা করে আসছেন। বিভিন্ন ভাবে গরীব দু:খি মানুষের সেবা করে চলেছেন। তিনি অবহেলিত মানুষের কল্যাণে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করার জন্যই সংসদ নির্বাচন করছেন বলে জানান।

কমান্ডার এম শহীদুর রহমান বলেন,আল্লাহ আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছেন। আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই,বৃহত্তর আলমডাঙ্গা উপজেলার আমিই এক মাত্র পার্থী। আমার ২২ বছরের অবসর জীবনে আমি দান খয়রাত করে পূর্ণাঙ্গ শান্তি পাইনি। তাই আরও বৃহৎ আকারে আপনাদের সেবা করার জন্য জনপ্রতিনিধি হতে ইচ্ছুক। আপনারা যদি আগামী সংসদ নির্বাচনে আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন, তাহলে আমি আপনাদের জন্য বরাদ্দকৃত একটি টাকাও আমি বা আমার কেউ ভোগ করবে না। আপনাদের বাজেট আপনাদের হাতেই তুলে দিতে চাই। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আমার সাথে থেকে আপনার মূল্যবান

ভোটটি আমাকে দিয়ে বিজয়ী করবেন বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

চুয়াডাঙ্গা ২-আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীরের পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম পথসভা ও লিফলেট বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন। আজ সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী বাজারে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা ভোটারদের সাথে দোয়া প্রার্থনা ও লিফলেট বিতরণ করেন।

গনসংযোগ কালে তিনি বলেন, আমি যদি এমপি হতে পারি তাহলে আপনাদের সেবক হিসেবে মুরুব্বিদের দিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের এলাকা বাসীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদাই জনগনের পাশে থেকে কাজ করে যাবো। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এলাকাবাসীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদাই জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাবো। তাই আপনাদের দোয়া ও সমর্থন কমনা করছি। আমি নির্বাচনী এলাকার অসহায় ও সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় আছি এবং থাকবো। আপনারা দোয়া করবেন যেনো চুয়াডাঙ্গা -২ আসনে বিজয়ী মালা এনে দিতে পারি।এবারের নির্বাচনে সাধারন মানুষের ব্যাপক সাড়া ও ভালোবাসা পাচ্ছি।

সাধারন জনগন বলেন, এই নির্বাচনে বর্তমান সময়ে জাহাঙ্গীর আলমের জনস্রোত নেমেছে। এবং তিনি রেকর্ড পরিমান ভোট পেয়ে জনতার এমপি নির্বাচিত হবেন। তিনি যে এলাকায় যাচ্ছেন তাকে দেখার জন্য সাধারন জনগন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে। স্থানীয় তরুণ প্রজন্মের জনগণ তাকে এমপি হিসেবে দেখতে চায়। চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের প্রতিটা স্থানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে তার হাত দিয়েই।